ভগবৎ-স্বরূপ

ব্রজের ও দ্বারকার ভাববৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে স্বয়ংরূপে বিরাজিত; তাঁহার পরিকরাদির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর এক স্বরূপে তিনি দ্বারকা-মথুরায়ও লীলা করিতেছেন; ব্রজের ভাব-বেশাদি হইতে দ্বারকা-মথুরার ভাব-বেশাদির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ব্রজে তাঁহার গোপবেশ, গোপ-ভাব এবং তদনুরূপ লীলা। দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়-ভাব, ক্ষত্রিয়-বেশ এবং তদনুরূপ লীলা। দ্বারকা-মথুরায়ও তিনি সাধারণতঃ দ্বিভুজ, সময় সময় চতুর্ভুজ হয়েন; দ্বারকা-মথুরায় তিনি দেবকী-বসুদেবের তনয়-রূপেই পরিচিত; তাই এস্থলে তাঁর একটী নাম বাসুদেব। দেবকীদেবীর অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতা; বসুদেবের অভিমান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা; কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত—ব্রজের বাৎসল্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধবাৎসল্য নহে। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী বলিয়া খ্যাত। ইহাঁদের কান্তাপ্রেমও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রিত।

বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের আর এক স্বরূপ আছেন—তাঁহার নাম শ্রীবলরাম; শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও নরবপু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নবজলধর-শ্যাম নহেন; তিনি রজত-ধবল। তাঁহার কোনও স্বতন্ত্র ধাম নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত। তিনি ব্রজেও আছেন, দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন। ব্রজে তাঁহার গোপবেশ, গোপভাব; আর দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়-বেশ, ক্ষত্রিয়-ভাব। তিনিও বসুদেব-নন্দন বলিয়া অভিহিত, বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী তাঁহার মাতা বলিয়া খ্যাত। দ্বারকায় শ্রীবলরামকে সঙ্কর্ষণও বলা হয়।

দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি স্বরূপকে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ বলে। দ্বারকায় বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ।

পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহ। পরব্যোমে নারায়ণ-নামে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ আছেন, তিনিও নবজলধর-শ্যাম, কিন্তু চতুর্ভুজ। তিনি সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি, সালোক্যাদি-মুক্তিদাতা। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে পরব্যোমাধিপতিরও চারিটী ব্যূহ আছেন; ইঁহারা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহেরই স্বরূপ-বিশেষ এবং দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূনশক্তিবিশিষ্ট। ইঁহারা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র চারিটী বিগ্রহ—নারায়ণেরই পরিকরভুক্ত। পরব্যোমে লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের কান্তা। এস্থলে **নারায়ণ নরলীল নহেন; তিনি দেবলীল;** তাই এই ধামে পিতা-মাতা নাই, বাৎসল্যভাবও নাই। পরব্যোমের লীলা ঐশ্বর্য্য-প্রধান। পরিকরাদি সমস্তই ষড়ৈশ্বর্য্যময়।

পরব্যোম-স্বরূপ। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ ধামও এই পরব্যোমেরই অন্তর্গত; শ্রীরাম-নৃসিংহাদিরও পরিকরাদি আছেন। পরব্যোমস্থ ভগবদ্ধামসমূহের বহির্ভাগে যে জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধ-লোকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্ম-স্বরূপের ধাম। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা এই ধামই লাভ করেন। সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চারি রকমের মুক্তির যে কোনও রকম মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, পরব্যোমের সবিশেষ অংশেই তাঁহাদের স্থান হয়।

পুরুষত্রয়। সিদ্ধ-লোকের বাহিরে চিন্ময়-জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ একস্বরূপে এই কারণার্ণবে অবস্থান করেন; ইঁহাকে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ বলা হয়। ইনি সহস্রশীর্ষা; মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব ইঁহাতেই আশ্রয় লাভ করে। ইনিই সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ। ইনিই সমষ্টি-জীবের বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী। সৃষ্টির পরে ইনিই আবার এক একরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্বেদজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন; এই স্বরূপের নাম গর্ভোদক-শায়ী নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষ। ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, সহস্রশীর্ষা এবং যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদির মূল।

ইনিই আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনরূপে আত্মপ্রকট করেন; ব্রহ্মা রূপে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করেন; তৎপর বিষ্ণুরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবের অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন; এক স্বরূপে ইনি পয়োব্ধিতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া ইঁহাকে পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণ বা তৃতীয় পুরুষ বলে। ইনি চতুর্ভুজ, ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী। ইনি জগতের পালনকর্ত্তা; আর শিব জগতের সংহার-কর্ত্তা।

প্রথম পুরুষই সময়ে সময়ে মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন (১।৫।৬৭)। মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলাবতারের এবং যুগাবতারাদির ধাম পরব্যোমে; পরব্যোম হইতেই ইঁহারা লীলানুরোধে জগতে অবতীর্ণ হয়েন। (বিশেষ বিবরণ আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।